❑ 'অনগ্রসরতা'র অর্থ (Meaning of Backwardness)

'অনগ্রসরতা' বলতে কী বোঝায়, কিসের মানদণ্ডে তা স্থিরীকৃত হবে ইত্যাদি প্রশ্নের কোন সর্বসম্মত উত্তর অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি। এ নিয়ে অতীতের মতো বর্তমানেও যথেষ্ট মতবিরোধ রয়েছে। অনগ্রসর সম্প্রদায় সম্পর্কে ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত প্রথম কমিশন হোল কে. কে. কমিশন বা কাকা কালেলকার কমিশন। ১৯৫৩ সালে কাকা কালেলকারের সভাপতিত্বে এই কমিশন গঠিত হয়। ১৯৫৫ সালের মার্চ মাসে কমিশন সরকারের কাছে যে-রিপোর্ট পেশ করেন তাতে দেখা যায় যে, কমিশন ৪টি মানদণ্ডের ভিত্তিতে ভারতের ২,৩৯৯টি বর্ণের সদস্যকে সামাজিক ও শিক্ষাগত দিক থেকে অনগ্রসর বলে চিহ্নিত করেছেন। এই ৪টি মানদণ্ড হোল ঃ

কালেলকার কমিশন কর্তৃক অনগ্রসরতার মানদণ্ড নির্ধারণ

- ✦ [১] হিন্দু সমাজের পর্যায়ক্রমিক জাতপাত-ব্যবস্থায় যারা সমাজের নিম্নস্তরে অবস্থান করে;
- ✦ [২] যে-গোষ্ঠী বা জাতের বেশির ভাগ অংশ শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসর ;
- ✦ [৩] যাদের মধ্য থেকে অতি অল্পসংখ্যক লোক সরকারী চাকরিতে নিযুক্ত হয়েছে ; এবং
- ✦ [৪] যাদের মধ্য থেকে শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যে খুব কমসংখ্যক ব্যক্তি আত্মনিয়োগ করেছে।

কিন্তু ১৯৬০ সালে রামকৃষ্ণ রাম সিং বনাম মহীশূর (বর্তমান কর্ণাটক) রাজ্য মামলায় মহীশূর হাইকোর্ট অনগ্রসরতার মানদণ্ড হিসেবে শিক্ষাকে গ্রহণ করার কথা বলেছিলেন। অর্থাৎ যে-সম্প্রদায়ের মধ্যে সাক্ষর লোকের সংখ্যা অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায় অনেক কম, তাকে অনগ্রসর সম্প্রদায় হিসেবে চিহ্নিত করা হবে। আবার, এম. আর. বালাজী বনাম মহীশূর রাজ্য মামলায় (১৯৬৩) মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট ন্যূনতম বার্ষিক আয়কে অনগ্রসরতার মানদণ্ড হিসেবে গণ্য করা সমীচীন বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। অন্যভাবে বলা যায়, সুপ্রীম কোর্ট অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দারিদ্র্যকে অনগ্রসরতার মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করাকে যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করেছিলেন।

অনগ্রসরতা সম্পর্কে আদালতের রায়

কিন্তু মহীশূর সরকার কর্তৃক নিযুক্ত 'মহীশূর অনগ্রসরশ্রেণী কমিশন' (Mysore Backward Classes Commission) জাতপাত (caste)-কে অনগ্রসরতা নির্ধারণের মানদণ্ড হিসেবে গণ্য করার সুপারিশ করে। অনুরূপভাবে, ১৯৭৪ সালে তামিলনাড়ু সরকার জাতপাতকেই অনগ্রসরতার

Scanned with CamScanner

ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেন। এরপর ১৯৭৯ সালে জনতা সরকারের আমলে বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ মণ্ডলের সভাপতিত্বে একটি কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশন 'মণ্ডল কমিশন' নামে পরিচিত। ১৯৮০ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট কমিশন তার প্রতিবেদন পেশ করে। কমিশন যে-৩টি মানদণ্ডের ভিত্তিতে অনগ্রসর সম্প্রদায়কে চিহ্নিত করার প্রয়াস চালায়, সেগুলি হোল ঃ

মণ্ডল কমিশনের চোখে অনগ্রসরতা

✦ [১] সামাজিক মানদণ্ড ;

✦ [২] শিক্ষাগত মানদণ্ড ; এবং

✦ [৩] অর্থনৈতিক মানদণ্ড।

কমিশন সামাজিক মানদণ্ডের ৪টি, শিক্ষাগত মানদণ্ডের ৩টি এবং অর্থনৈতিক মানদণ্ডের ৪টি নির্দেশক স্থির করে দেয়। সামাজিক মানদণ্ডের নির্দেশকগুলি হোল—**[i]** যেসব শ্রেণী বা জাতকে সমাজের অন্যান্য সদস্য অনুন্নত বলে মনে করে ; **[ii]** যেসব শ্রেণী বা জাত কায়িক শ্রমের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে ; **[iii]** যেসব বর্ণ বা শ্রেণীর সদস্যদের মধ্যে শহর ও গ্রামে ১৭ বছর বয়সে বিবাহের হার রাজ্যগত পরিসংখ্যানের হার অপেক্ষা বেশি। গ্রামাঞ্চলে অন্যূন ২৫ শতাংশ মহিলা এবং ১০ শতাংশ পুরুষের ক্ষেত্রে এবং শহরাঞ্চলে অন্যূন ১০ শতাংশ মহিলা এবং ৫ শতাংশ পুরুষের ক্ষেত্রে এটা বেশি এবং **[iv]** যে-শ্রেণী বা জাতের মধ্যে নারী-শ্রমিকের হার রাজ্য-হারের থেকে ২৫ শতাংশ বেশি। শিক্ষাগত মানদণ্ডের ৩টি নির্দেশক হোল—**[i]** যে-শ্রেণী বা জাতের মধ্যে শিক্ষায়তনে আদৌ যায়নি এমন ৫ থেকে ১৫ বছর বয়স্ক ছেলেমেয়ের সংখ্যা রাজ্যের গড় হিসেব অপেক্ষা ২৫ শতাংশ বেশি ; **[ii]** যে-শ্রেণী বা জাতের ৫ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে ছেলেমেয়েদের শিক্ষায়তন ত্যাগের হার রাজ্যের হার অপেক্ষা ২৫ শতাংশ বেশি এবং **[iii]** যেসব বর্ণ বা জাতের মধ্যে দশম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা রাজ্যের গড় হারের চেয়ে ২৫ শতাংশ কম। অর্থনৈতিক মানদণ্ডের নির্দেশকগুলি হোল—**[i]** যে-শ্রেণী বা জাতের মধ্যে পারিবারিক সম্পদের পরিমাণ রাজ্যের গড় হারের চেয়ে ২৫ শতাংশ কম ; **[ii]** যে-শ্রেণী বা জাতের মধ্যে কাঁচা বাড়িতে বসবাসকারী লোকের সংখ্যা রাজ্যের গড় হারের চেয়ে ২৫ শতাংশ বেশি ; **[iii]** যে-শ্রেণী বা জাতের শতকরা ৫০ ভাগের বেশি মানুষকে অন্ততঃ আধ কিলোমিটার বা তারও বেশি দূর থেকে পানীয় জল সংগ্রহ করতে হয় ; এবং **[iv]** যে-শ্রেণী বা জাতের পরিবার-পিছু ভোগ্যপণ্যের জন্য ঋণ গ্রহণের পরিমাণ রাজ্যের গড় হারের থেকে ২৫ শতাংশ বেশি। কমিশন সামাজিক মানদণ্ডের প্রতিটি নির্দেশকের জন্য ৩ পয়েন্ট, শিক্ষাগত মানদণ্ডের প্রতিটি নির্দেশকের জন্য ২ পয়েন্ট এবং অর্থনৈতিক মানদণ্ডের প্রতিটি নির্দেশকের জন্য ১ পয়েন্ট করে ধার্য করেছিল। এইভাবে মোট ২২ পয়েন্টের মধ্যে যে-শ্রেণী বা জাতের ১১ পয়েন্ট হবে, তাকে অনগ্রসর বলে গণ্য করা হবে। এইসব নির্দেশক পয়েন্টের ভিত্তিতে মণ্ডল কমিশন হিন্দু ও অ-হিন্দুদের মধ্যে ৩,৭৪৩টি জাত বা সম্প্রদায়কে অনুন্নত বলে ঘোষণা করে। এদের জনসংখ্যা দেশের মোট জনসংখ্যার ৫২ শতাংশ এবং প্রতি ১০০ জন সরকারী কর্মচারীর মধ্যে ১৩ জন হোল এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ১৯৮৬ সালে কর্ণাটকের জনতা-সরকার অনগ্রসরতার একক মানদণ্ড হিসেবে জাতপাতকে স্বীকার করে নেননি। অনগ্রসর সম্প্রদায় সম্পর্কে রাজ্য-সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ভেঙ্কটস্বামী কমিশন ভোক্কালিগা সম্প্রদায়কে অনগ্রসর বলে চিহ্নিত করেনি। রাজ্য-সরকার ভোক্কালিগা ও লিঙ্গায়ত উভয় সম্প্রদায়ভুক্ত যেসব মানুষের বার্ষিক পারিবারিক আয় ১০ হাজার টাকার কম তাদের অনুন্নত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করেন।

Scanned with CamScanner